আসমানী খামে

আমার দু'আ

তা'লিমুন নিসা

ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা বান্দার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কিছু মাধ্যমও রেখেছেন। তারমধ্যে একটা মাধ্যম হলো দু'আ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দু'আ করাকে স্বতন্ত্র ইবাদাত হিসেবে বলেছেন। দু'আর মতো অত্যন্ত সহজ আর বরকতময় আমল ইদানীং ভীষণভাবে অবহেলিত হতে দেখা যায়। বান্দার প্রতি অধিক নির্ভরশীলতা আসমানের মালিকের নিকট পূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে চাওয়ার অভ্যাসকে ভুলিয়ে দিচ্ছে, প্রানহীন করে তুলেছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা বলেন, " আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দেবে) বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই।" (০২:১৮৬)

যার কাছে চাইলে তিনি ফেরাতে লজ্জা পান, এমন রবের সাথে দু'আর মাধ্যমে সুন্দর সম্পর্ক তৈরীতে সহায়ক হিসেবে তা'লিমুন নিসার কাগুজে ছোট্ট প্রচেষ্টা হলো "আসমানী খামে - আমার দু'আ"

রমাদনের আগে দু'আর লিস্ট তৈরীর ব্যাপারে তাগিদ দেখা গেলেও নিত্যদিনের দু'আর ব্যাপারে আমরা ফিকির কম করি। দু'আ কবুলের সময়গুলোতে রবের কাছে একান্ত চাইতে বসলেও মাঝপথে খেঁই হারিয়ে ফেলি। কিভাবে দু'আ করবো বুঝে উঠতে পারি না, দ্বিধায় পড়ে যাই। তাই টিম তা'লিমুন নিসার উদ্যোগে দুনিয়া-আখিরাতের চাওয়া পাওয়াগুলোর সমন্বয় রেখে নিজ ভাষায়, সহজ শব্দে কতক দু'আকে মলাটবদ্ধ করা হয়েছে আল'হামদুলিল্লাহ। দু'আ কবুলের সময়টুকু সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে, অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় দু'আ করতে পারার সহজতায়, দু'আকে আপনার জীবনের নিত্যদিনকার আমলে পরিণত করতে এই দুয়া বুকলেট সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী, ইনশা আল্লাহ।

লেখক,
টিম তা'লিমুন নিসা

"নির্দেশনা"

এই দু'আ বুকলেটটির দু'আগুলো মোট পাঁচটি ভাগে সাজানো হয়েছে। শুরুর অংশে আদব তথা দুরুদ ও আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে দু'আ শুরু করে পরবর্তীতে নিজের আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'আ,তারপর দুনিয়া কেন্দ্রীক দু'আ সমূহ। খেয়াল করুন, হাত উঠিয়ে কিছু কথা বলা মানেই দু'আ নয়। দু'আ হলো- রবের নিকট আবেগময় অনুভূতি প্রকাশের এক প্রাণবন্ত আলাপন। তাই এই অংশে নিজের নিয়্যাত পরিশুদ্ধ রেখে দু'আয় আন্তরিক থাকার চেষ্টা করুন।

পরের অংশে নিজের আপনজন এবং উম্মাহের জন্য সবসময় করার মতো কিছু দু'আ একত্রিত করা হয়েছে। বাবা-মায়ের জন্য, জীবনসঙ্গীর জন্য, সন্তানের জন্য, ভাই-বোনের জন্য কিংবা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য আজীবন একইভাবে দুয়া করার মত কিছু চাওয়া থাকে। হিদায়াত, ক্ষমা, সুস্থতা, জান্নাত ইত্যাদি। এই পৃষ্ঠাগুলো যখন একেক করে আপনি উল্টাবেন তখন একেকজন কাছের মানুষের জন্য আপনি গভীরভাবে ভাববেন, তার জন্য কল্যাণ কামনা করবেন। উম্মাহের হালত উপলব্ধি করে তাদের জন্য উত্তম পরিণতি ও বিজয়ের লক্ষ্যে আর্জি পেশ করবেন। এই ছোট বইটিতে আমরা অল্প কথায় নিজের ভাষায় প্রয়োজনীয় চাওয়া একত্রে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া নিজের আরো কিছু ব্যক্তিগত চাওয়া যুক্ত করতে সর্বশেষ পাতায় কিছু অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে যেন নিজ প্রয়োজন ও চাহিদা বুঝে নিজের ভাষায় আরো কিছু দু'আ সংযুক্ত করে নিতে পারেন ইনশা আল্লাহ।

আসমানী খামে-আমার দু'আ

দু'আ কবুলের ওয়াক্তে আসমানী খামে করে নিজের দু'আ প্রেরণ করতে নিম্মোক্ত বাক্যগুলো দিয়ে রবের কাছে আর্জি জানাতে পারি -

❀ ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া মুজিবুদ দু'আ, আমি আপনাকে স্মরণ করছি আপনার সুন্দরতম নামসমূহের মাধ্যমে, আরশ পানে দু-হাত তুলে কেবল আপনার কাছেই ফরিয়াদ করতে এসেছি ইয়া রব্ব!

হে আসমান-জমীনের অধিপতি, আপনি তো ঐ কাবার মালিক, আপনিই তো সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র প্রভু । সমস্ত প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা তো কেবল আপনার জন্য; যিনি আমাকে মেহেরবানি করে আজ দু'হাত তুলে চাওয়ার, দু'আ করার তাওফিক দিচ্ছেন। লাখো-কোটি শুকরিয়া আপনার সকল নিয়ামত দানের জন্য। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা মানুষ, প্রিয় নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আল্লহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম আলা নাবি'য়ীনা মুহাম্মাদ (দরুদ পাঠ)।

ইয়া রব্ব, আপনি তো প্রতিটি অসহায় ব্যক্তির রব। আপনি তো সারা জাহানের রব, প্রতিটি অভাবী ব্যক্তির রব। তাই আজ আমি একমাত্র আপনার কাছেই আমার কষ্টের কথা বলছি। শুধু আপনার কাছে আমার দুঃখের কথা বলছি। আমার অভাবের কথা শুধু আপনার কাছেই জানাচ্ছি। মালিক, আপনি তো জানেন আমি আপনারই মুখাপেক্ষী। আমার চাওয়া পাওয়া গুলোর জন্য তাই আপনার কাছেই হাত পেতেছি। আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন না, আমার মালিক।

পৃথিবীর সবাই তো কোনো না কোনোভাবে অভাবী, একে অন্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আপনার ভান্ডারের তো কমতি নেই ইয়া আল্লাহ! আপনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন। আজ আমি আপনার কাছেই আমার আর্জি জানাতে এসেছি, যার কাছে কোনো কিছুর অভাব নেই। যার ভান্ডার অফুরন্ত। হে মালিক, আমি আপনার কাছেই দু'আ করি ও আপনার কাছেই সাহায্য চাই।

❀ ইয়া রব্ব, আজ আপনি আমাকে সর্বোত্তম উপায়ে দু'আ করার তাওফিক দিন, যেভাবে দু'আ করলে, তা আপনার আরশ অব্দি পৌঁছে যাবে এবং কবুল হয়ে ফিরে আসবে, আমাকে তেমনভাবেই দু'আ করার তাওফিক দিন। আর এই দু'আয় আমাকে আন্তরিক ও সৎ রাখুন। আপনার প্রতি সর্বোচ্চ সুধারণা আর কবুলিয়্যাতের আশা নিয়ে দু'আ করার তাওফিক নসীব করুন। আপনার পক্ষ থেকে আসা যেকোনো ফয়সালায় সন্তুষ্ট রাখুন।